CHILDREN'S BOOK TRUST
NEW DELHI

আমার মা



MY MOTHER

Written and Illustrated by
Sigrun Srivastava

First English Edition 1978

Bengali Translation by
Swapna Dutta

First Bengali Edition February 1986

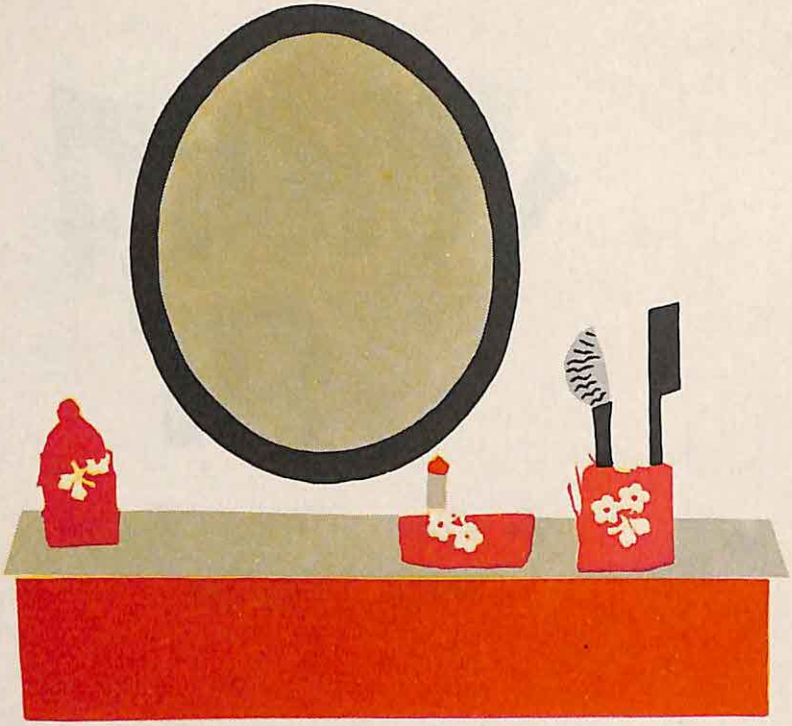
ISBN 81-7011-311-3

Published by the Children's Book Trust, Nehru House
4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi and printed at
the Trust's press the Indraprastha Press, New Delhi

আমার মা

ছবি ও লেখা : সিগ্‌রুণ শ্রীবাস্তব
অনুবাদ : স্বপ্না দত্ত





মাকে আমি খুব ভালবাসি।

আমার মনে হয় সারা পৃথিবীতে আমার মায়ের মত মা হয় না। মা বেশ লম্বা, তাঁর চুলও কালো আর লম্বা। আর কাজল-কালো চোখ। আমার সংগে বাগানে কাজ করার সময় মাও আমার মতই নীল রঙের জীন্‌স্‌ পরেন। তবে বেশীর ভাগ সময়ে মা শাড়ীই পরেন। কখনও কখনও বিকেল বেলায় বেড়াতে যাবার সময়ে মা যে কি সুন্দর একটা শাড়ী পরেন, কি বলব। শাড়ীটার রং সাদা। তাতে লাল লাল ফুল। কত যত্ন করে মা তাঁর কপালে কুমকুমের টিপটি পরেন। কখনও আমি সামনে থাকলে আমার কপালেও পরিয়ে দেন। আমি বড় হয়ে ঠিক মায়ের মতই সুন্দর হতে চাই।





আমার মা যে কত কী করতে পারেন ! কি সুন্দর সুন্দর রান্না করেন মা ! কোপ্তা করেন, কারী করেন, ভাত, লুচি, মটর-পনীর, দৈ-বড়া, সুপ আর বিশেষ বিশেষ দিনে পায়েস। কি অপূর্ব তার স্বাদ ! মা যে এত সুন্দর রান্না আর এমন চমৎকার পায়েস কি করে করেন, আমার শিখতে খুব ইচ্ছে করে। আমি রান্নাঘরে ঢুকে মার রান্না দেখি আর জিজ্ঞাসা করি—'রান্না শেখা খুব শক্ত নাকি মা ?' মা হেসে বলেন—'না তো ! খুব সোজা', আর রান্নার ডেকচিটা পরিষ্কার করার জন্য আমার হাতে তুলে দেন। তখন আমার ভারী মজা লাগে। মা অন্য দিকে ফিরলেই আমি চটপট আঙুলগুলো চেটে নিই। আমি শিগ্‌গিরই রান্না শিখে ফেলতে চাই। তখন আমি সপ্তাহের মধ্যে ছ দিনই পায়েস রান্না করব।





মায়ের তৈরী কেক পায়েসের চেয়েও ভাল খেতে। কিসমিস দেওয়া চকোলেট কেক, আপেলের কেক, আখরোটের কেক আর কুকি। কালীপূজা আর দোলের সময় আমিও মায়ের সংগে সংগে মিষ্টি তৈরীতে হাত লাগাই। মিষ্টিগুলোর মধ্যে আমি কিসমিস বাদাম আর মেওয়া ভরে দিই। কখনও আমরা দুজনে আমাদের ওভেনটায় কুকিও তৈরী করি। কুকি করা ভারী শক্ত কাজ। মন দিয়ে না দেখলেই সেগুলো কয়লার মত কাল হয়ে যায় আর কি বিশ্রী যে খেতে লাগে! মায়ের আর আমার করা কুকি অবশ্য মাত্র একবারই ওরকম পুড়ে গেছিল। আমরা কাউকে সে কথা জানাই নি। বাবাকেও না। মায়ের আর আমার এমনিই ছোট ছোট গোপন কথা আরো আছে।



আমার মা খুব সুন্দর সেলাই করেন। মা নিজের জন্য ব্লাউস আর আমার জন্য কি সুন্দর সুন্দর সব জামা সেলাই করে দেন। প্রথমে আমরা বুড়ো বাবুলালের দোকানে জামার কাপড় কিনতে যাই। সেখানে গিয়ে নানা রকমের কাপড় দেখি। তার মধ্যে থেকে বাছা খুব শক্ত ব্যাপার। কিন্তু অনেক রকমের ছাপা কাপড় দেখতে দেখতে হঠাৎ নিজের পছন্দমত একটা খুঁজে পাই। সাদা ফুল তোলা টুকটুকে লাল রঙের সেই কাপড়টা তখন আমরা কিনেই ফেলি।





বাড়ীতে এসে মা আমার কাঁধ আর কোমরের মাপ নেন। জামাটা কত লম্বা হবে তাও মাপেন। তারপর কাপড়-টাকে মা মস্ত বড় একটা কাঁচি দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ফেলেন। সেগুলোকে আবার ছুঁচ আর সুতো দিয়ে জুড়েও দেন। এবার জামাটা পরে দেখার মত হয়। আমায় সেটা পরিয়ে দেখে নেবার পর মা সেলাইর কল নিয়ে বসেন আর বলেন—'এস পুপু, কলের হাতলটা ঘুরিয়ে দাও তো।' সেলাইর সময় কলের হাতল ঘোরাতে আমার ভারী ভাল লাগে। আর ভাল লাগে ছুঁচটার ওঠা নামা দেখতে। জামাটা সেলাই হয়ে গেলেই আমি চটপট সেটা পরে ফেলে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াই। কি সুন্দর জামাটা! বুড়ো বাবুলালও সেদিন জামাটা আমায় পরতে দেখে সেটার প্রশংসা করছিল।



আমার মা বুনতেও জানেন। রোদে ভরা শীতের দুপুরে আমরা বাগানের পেছন দিকটায়, গাছের তলায় গিয়ে বসি। মা তখন বুনতে বুনতে আমায় কত সুন্দর সব গল্প বলেন। বোনার সময় মাকে কাঁটার দিকে তাকাতেও হয় না। একদিন বাবার সোয়েটারের হাতা বুনতে বুনতে মা আমায় শকুন্তলার গল্প বলছিলেন। গল্পটা খুব লম্বা আর ভারী কষ্টের। মা বুনতে বুনতে গল্প বলছিলেন আর আমি হাঁটুর দুপাশে হাত রেখে গল্পটা শুনছিলাম। গল্প শেষ হতে হতে উলও শেষ। বোনার দিকে চেয়ে দেখি হাতাটা প্রায় এক মিটার লম্বা হয়ে গেছে। কি মজার যে দেখাচ্ছিল! মা আর আমি তো হেসেই অস্থির!

মা বাগানে কাজ করতে খুব ভালবাসেন। আর আমি ভালবাসি তাঁকে সাহায্য করতে। আমরা দুজনেই পুরোনো





নীল জীন্‌স্‌ আর বাগান করার
জুতো পরে ফেলি আর বাগান
করার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু
করে দিই। ফুল আর তরি-
তরকারীতে ভরা আমাদের
বাগানটি ভারী সুন্দর। আমাদের
বাগানে ঢেঁড়শ হয়, লাউ হয়,
ফুলকপি, গাজর আর মটরশুঁটিও
হয়। একবার শীতে আমরা
অনেক সূর্য্যমুখীর বীজও পুঁতে-
ছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র
দুটির চারা বেরিয়েছিল। সে গাছ
দুটো অবশ্য মস্ত বড় আর লম্বা
হয়েছিল।





সেই সূর্যমুখী সবাই দেখতে এসেছিল। প্রতিবেশীরা জিজ্ঞাসা করছিল—মিসেস্ বোস, আপনার মালীটি কে বলুন তো? মা তখন হেসে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন 'মালীর দরকার কি? আমায় সাহায্য করতে তো পুপুই আছে।'

আমার মা রং করতেও পারেন। মা অবশ্য ছবি রং করেন না। একদিন মা আর আমি মিলে আমাদের গেটটা রং করলাম। আমরা বাগান করার জামা কাপড় পরে, অনেকখানি লাল রং গুলে নিয়ে, দুটো বড় বড় বুরুশ দিয়ে কাজ শুরু করলাম। কাজটা কিন্তু মোটেই সোজা নয়। আমার আঙুল বেয়ে রং আমার প্যাণ্ট আর জুতোর উপর গড়িয়ে পড়তে লাগল। মা বললেন—'ওতে কিছু হবে না। দাগগুলো পরে তার্পিন তেল দিয়ে তুলে ফেললেই হবে।'

রং করার পর কিন্তু গেটটা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। বাবা তো বাড়ী ফিরে অবাক। গেটের বাইরে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে বাবা বললেন—'এটা কক্ষনো মিস্টার আর মিসেস্ বোসের বাড়ী হতেই পারে না! পারে কি?'

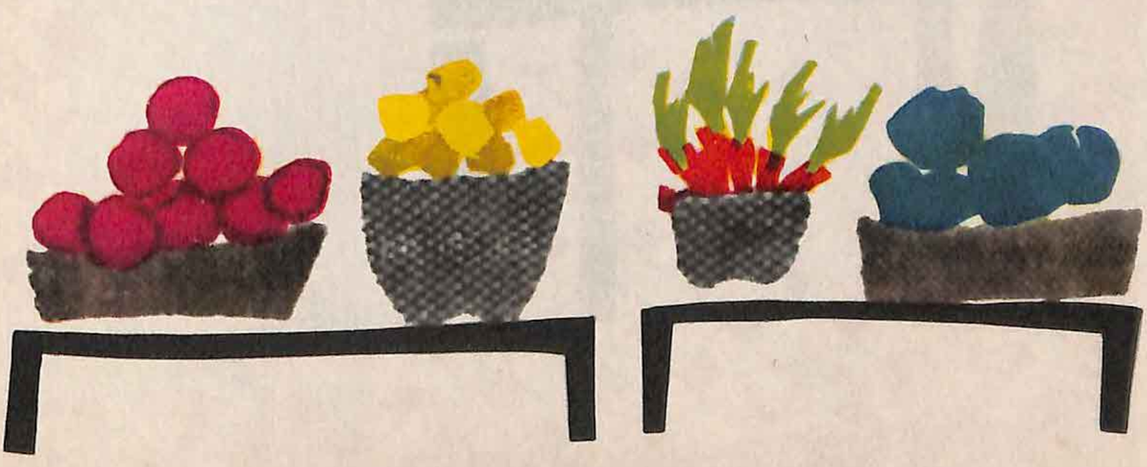




আমি হাত তালি দিয়ে বলে উঠলাম—'হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই।' বাবা বললেন—'কিন্তু এই গেটটা আনকোরা নতুন যে!' আমি বললাম—'না তো। আমরা তো শুধু এটাকে রং করেছি।' বাবা বললেন—'বাঃ, তাহলে তো এর জন্য একটা উৎসব করা উচিত। কাল সবাই মিলে দোকানে যাওয়া যাবে।'



তার পরের দিন মা বাবা আর আমি মিলে বাজারে গেলাম। সেখানে আমরা ফল কিনলাম, তরকারী কিনলাম। নুন, সাবান, ঝাঁটা সব কিনলাম। বাবার জন্য মোজা কেনা হল আর মায়ের একটা নতুন শাড়ী। তারপর সবাই মিলে চমৎকার মেওয়া দেওয়া কুলফি খেলাম। বাজার থেকে বেরোবার সময় দেখি বেলুনওয়ালা। বাবা আমায় তিনটে বড় বড় বেলুন কিনে দিলেন। কি সুন্দর দেখতে সেগুলো! বাড়ি নিয়ে আসার পর আমি বেলুনের সুতোগুলো আমার খাটের সংগে বেঁধে দিলাম। কি আনন্দেই দিনটা যে কাটলো। মনে হচ্ছিল ঘন ঘন গেটে রং করতে পারলে কি ভালই না হত।

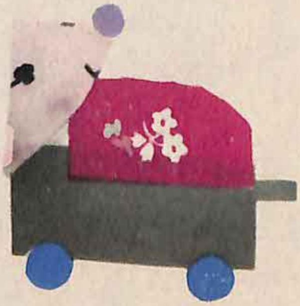




আমার মা কত কী যে জানেন! আমাদের স্কুলে যা পড়ানো হয় তার সবই মায়ের জানা। মা যোগ-বিয়োগ জানেন, গুণ-ভাগ করতে জানেন। মাছের কেন পা হয় না আর রাত হলে পরে সূর্যিমামা কোথায় যায় সবই মা জানেন। জলহস্তী কেমন দেখতে হয়, এমন কি 'জলহস্তী'-র বানানও মায়ের জানা। খালি একদিন যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম —'এরোপ্লেনগুলো নীচে পড়ে যায় না কেন?' মা বললেন— 'বাবার কাছে যাও, তিনিই তোমায় বুঝিয়ে দেবেন।' বাবা তখন আমায় এরোপ্লেন, জাহাজ আর মেশিন সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝিয়ে বললেন। বাবাকে তো এ সবই জানতেই হয়। তিনি ইঞ্জিনীয়ার কিনা। কিন্তু এ সব কথা আমার মাও নিশ্চয়ই জানেন।

মা যে আমায় কত ভালবাসেন তা আমি জানি! মা আমার সঙ্গে খেলেন, গান করেন, হাসেন আবার আমি দুষ্টুমি করলে বকুনিও দেন। কিন্তু মা আমার উপর রাগ করে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। আমি যখন গিয়ে বলি 'আর করব না, মা', তক্ষুণি মা আমায় মাপ করে দেন। রাত্রে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর মা আমায় ছোট ছোট মজার গল্প বলেন। তারপর আলো নিভিয়ে দেবার পর যখন আমার অন্ধকার ঘরে একটু একটু ভয় করতে থাকে, মা আবার দরজাটা একটু ফাঁক করে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞাসা করেন 'ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?' আমি বলে উঠি 'হ্যাঁ'। মা আস্তে হেসে ওঠেন, সেটাও শুনতে পাই। মা তখন বলেন 'ঘুমিয়ে সুন্দর সব স্বপ্ন দেখো, কেমন?' আবার বলেন—'কাল আমরা দুজনে মিলে কেনাকাটা করতে যাব।' আমি তখন সেই কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। আর আমার ভয় করে না।

এই হল আমার মা। এবার তোমার মায়ের কথা আমায় বলো।



5113



